

আনামগি প্রতিদা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা
৬১ তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩
www.ahlehadeethbd.org/protiva



রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পেশাবের
অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কবরের
অধিকাংশ আযাব ঐ কারণেই হয়ে থাকে'
(দারাকুত্নী হা/৪৫৩)।



‘সোনাশিখা’ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘সোনাশিখা প্রতিভা’-এর প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	: মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রুহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, রুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; স্বামী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, রুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	: রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	: মুহাম্মাদ রফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়খরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	: হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮; শরীফুল ইসলাম, পিরুজালা আলিমপাড়া, গাযীপুর : ০১৭২১-৯৭৭৮৫১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	: মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	: সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	: শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
জামালপুর	: ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েরুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	: নয়রুল ইসলাম, বেড়াশুনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	: খিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	: মুহাম্মাদ খিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯০৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেগুনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
দিনাজপুর	: ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	: জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	: আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন গকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	: মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	: মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	: মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	: মায়হারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	: রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
বগুড়া	: হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৯২
মেহেরপুর	: রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফুযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	: খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৩৬-৯৮৫৩৭৪; আলোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	: আব্দুল নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাষীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শাঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	: আব্দুল্লাহ তুহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	: মাহফুযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭১২
সাতক্ষীরা	: আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	: আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাষীপুর : ০১৭৩৮-৯২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

সোনামণি প্রতিদ্বন্দ্বিতা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৬১তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩

- ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব
- ◆ সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- ◆ নির্বাহী সম্পাদক
রবীউল ইসলাম
- ◆ সহকারী সম্পাদক
নাজমুন নাঈম
- ◆ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ /

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিদ্বন্দ্বিতা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : // ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- ◆ রোগীর সেবা
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ
- ◆ সন্তান প্রতিপালনে করণীয় ০৬
- ◆ ইসলামে বন্ধুত্ব ১১
- হাদীছের গল্প ১৬
- ◆ কয়েকটি রুগি
- এসো দো'আ শিখি ১৮
- গল্পে জাগে প্রতিভা ১৯
- ◆ জীবনের গল্প
- ◆ আনন্দ অশ্রু
- কবিতাগুচ্ছ ২২
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২২
- একটুখানি হাসি ২৩
- স্মৃতিচারণ ২৪
- ◆ হজ্জের দিনগুলো
- রহস্যময় পৃথিবী ৩২
- ◆ মশা মারার ফাঁদ
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৪
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৬
- ভাষা শিক্ষা ৩৮
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদব ৩৯
- কুইজ ৩৯
- সোনামণির ১০টি গুণাবলী ৪০

রোগীর সেবা

মানুষসহ সকল প্রাণীর রোগ-বালাহই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আবার আল্লাহ তা'আলাই সকলকে আরোগ্য দান করেন। ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, 'যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই (আল্লাহই) আমাকে আরোগ্য দান করেন (শো'আরা ২৬/৮০)। তাই কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করতে হবে এবং তাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতে হবে। সাধ্যমত রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার সেবা করতে হবে।

স্নেহের সোনা মণি! তোমার নিজের অবস্থা একটু ভেবে দেখ। তুমি অসুস্থ হলে তোমার মনের অবস্থা কেমন হয়? তোমার মন চায়, তোমাকে কেউ দেখতে আসুক, তোমার মাথায় কেউ আদরের হাত বুলিয়ে দিক, তোমার জন্য কেউ দো'আ করুক। এমতাবস্থায় কেউ সামান্য হাদিয়া নিয়ে আসলেও তোমার মন খুব খুশি হয়। মনে রাখবে, প্রত্যেক মানুষের মনের অবস্থা প্রায় একই। মানুষ রোগাক্রান্ত হলে তার মন খুব দুর্বল থাকে। এ সময় কেউ তাকে দেখতে আসলে সে মানসিকভাবে আনন্দিত হয়। কেউ তার সেবা করলে আজীবন তার কথা মনে থাকে এবং তার জন্য আন্তরিকভাবে দো'আ করে। মূলত এটি ইসলামের আদর্শ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত।

কেউ অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দেখতে যেতেন এবং তার জন্য দো'আ করতেন। আয়েশা বিনতে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর পিতা বলেন, আমি যখন মক্কায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন নবী (ছাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসেন... তিনি আমার কপালে তাঁর হাত রাখেন এবং চেহারা ও দেহে তাঁর হাত বুলিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সা'দকে আরোগ্য দান করো, তাঁর হিজরত পূর্ণ করো। আমি তাঁর হাতের শীতল স্পর্শ এখনও পাচ্ছি এবং আমি মনে করি ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা পাব' (বুখারী হা/৫৬৫৯)।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের কারো অসুখ হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ডান হাত রোগীর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে বলতেন, 'আয্হিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগ-দিরু সাক্বামা' 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত। এমন আরোগ্য দাও, যা কোন রোগকে অবশিষ্ট রাখে না'

(রুখারী হা/৫৭৫০)। অথবা তিনি বলতেন, 'লা বা'সা তুহুরুন ইনশা-আল্লাহ'। 'কষ্ট থাকবে না। আল্লাহ চাহে তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন' (রুখারী, মিশকাত হা/১৫২৯)।

পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, ক্লাসের বন্ধুসহ কেউ অসুস্থ হলে সোনামণিরা তার খোঁজ-খবর রাখবে। তাকে দেখতে যাবে এবং মাথায় ডান হাত রেখে বা দেহে হাত বুলিয়ে আল্লাহর নিকট দো'আ করবে। সাধ্যমত তার সেবা করবে। মনে রাখবে, যে সকল কাজে আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং বান্দা নিজের জন্য জান্নাতের ফল আহরণ করতে পারে তন্মধ্যে রোগীর সেবা অন্যমত। ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের খুরফার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের খুরফা কী? উত্তর দিলেন, তার ফলমূল' (মুসলিম হা/২৫৬৮)।

রোগীর সেবা করা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার সেবা করোনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে তোমার সেবা করব? তুমি জগতসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তার সেবা করোনি। তুমি যদি তার সেবা করতে তাহলে অবশ্যই আমাকে তার কাছে পেতে' (মুসলিম হা/২৫৬৯)। কোন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোগীর সেবা করলে সে ফেরেশতার দো'আ পাবে এবং জান্নাত লাভে ধন্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন মুসলমান সকাল বেলায় কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, তখন তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দো'আ করে। আর সন্ধ্যা বেলায় কোন রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দো'আ করে। তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান নির্ধারিত হয়ে যায়' (তিরমিযী হা/৯৬৯)।

অতএব হে সোনামণি! সাধ্যমত রোগীর পাশে দাঁড়াবে, তার সেবা করবে এবং তার জন্য দো'আ করবে। তাহলে আল্লাহর দয়া এবং ফেরেশতা ও মানুষের দো'আ পাবে। জান্নাতে নিজের জন্য ফলের বাগান নির্ধারিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

অন্তর

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

‘তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি তাদের মিথ্যাচারের কারণে’ (বাক্বারাহ ২/১০)।

উল্লিখিত আয়াতে মুনাফিকদের অন্তরের রোগ ও তার পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শরীরের ন্যায় মানুষের মন তথা অন্তরও রোগাক্রান্ত হয়। বরং অন্তরের রোগ আরো বেশি ভয়াবহ। কেননা অন্তর থেকেই সকল কাজের উৎপত্তি হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘জেনে রেখো, নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এমন এক টুকরা গোশত রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে সারা শরীরই সুস্থ থাকে, আর এটা অসুস্থ হয়ে গেলে সারা শরীরই অসুস্থ হয়ে যায়। জেনে রেখো, আর এটা হল কুলব বা অন্তর’ (বুখারী হা/৫২)।

আয়াতে উল্লিখিত অন্তরের রোগ হতে পারে মুনাফেক্বী ও ঈমানের বিষয়সমূহে সন্দেহ পোষণ করা অথবা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানের অন্যান্য বিষয়ে অস্বীকার করা ও মিথ্যারোপ করা (কুরতুবী)। ইবনু উছায়মীন (রহঃ) বলেছেন, ‘অসুস্থ অন্তর সত্যকে ছেড়ে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াবী জীবনকে প্রাধান্য দেয়’ (আহকামুল কুরআন)। যা কোন মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

অন্তরে রোগ সৃষ্টি হলে ধীরে ধীরে তা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের সকল মন্দ কর্মের উৎস তার অন্তর। অসুস্থ অন্তরে প্রথম খারাপ কাজের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সে তা বাস্তবায়ন করে। ফলে তার রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, ‘তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে’ (মুতাফফিফীন ৮৩/১৪)।

অন্তরের এই কঠিন রোগ থেকে মুক্তির জন্য আমাদের বেশি বেশি ইস্তেগফার করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

অন্তর

জাহিদুল ইসলাম

সহ-পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী সদর

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصْرَفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, ‘আদম সন্তানের সকল অন্তর পরম দয়াময় আল্লাহ তা‘আলার আঙুল সমূহের দু’টি আঙুলের মধ্যে এমনভাবে আছে যেন তা একটি অন্তর। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন’। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আপনি আমাদের অন্তর সমূহকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন’ (মুসলিম হা/২৬৫৪)।

উল্লিখিত হাদীছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আকীদা বর্ণিত হয়েছে। তা হল আল্লাহর আঙুল রয়েছে এবং তাঁর দুই আঙুলের মাঝে সকল মানুষের অন্তর রয়েছে। এটি কোন ব্যাখ্যা, সাদৃশ্য বর্ণনা ও কারো সাথে তুলনা ছাড়াই বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনে ও দেখেন’ (শূরা ৪২/১১)।

আল্লাহ তা‘আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি বান্দার অন্তরের গোপন খবর জানেন ও তা পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন। তাই বান্দার উচিত ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য সৎ আমলের পাশাপাশি আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দো‘আ করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা শিক্ষা দিয়েছেন, إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র করো না। আর তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বাধিক দানকারী’ (আলে ইমরান ৩/৮)।

সন্তান প্রতিপালনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

(গত সংখ্যার পর)

৬. তাবীয-কবচ থেকে দূরে রাখা : যেখানে ছোট বাচ্চা সেখানেই তাবীয, সুতা, বালা ইত্যাদি। অধিকহারে কাঁদা, ভয়, অনিদ্রা, স্বাস্থ্যের অবনতি ও বদনয়র হতে বাঁচতে অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। ইসলামে ঝাড়-ফুঁক সিদ্ধ। কিন্তু তাবীয-কবচ, বালা-সুতা, রিং এবং এ জাতীয় যাবতীয় কিছু রোগ মুক্তির জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রোগ মুক্তির জন্য এগুলো ব্যবহার করা শিরক। সন্তানকে এগুলো থেকে দূরে রাখা পিতা-মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব। আর ঝাড়-ফুঁক স্রেফ আল্লাহর নামে হতে হবে। কোনরূপ শিরক মিশ্রিত কালাম ও জাহেলী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না (মুসলিম হা/২২০০; মিশকাত হা/৪৫৩০)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবীয ব্যবহারকারীর বায়'আত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন না। ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর তিনি দলটির নয় জনকে বায়'আত করালেন এবং একজনকে বায়'আত করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি নয় জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার সাথে একটি তাবীয আছে। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তাবীয ছিঁড়ে ফেলল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকেও বায়'আত করালেন এবং বললেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে শিরক করল' (আহমাদ হা/১৭৪৫৮)।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসত এবং সে চর্মপ্রদাহের ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের একটি লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দে কাশি দিতেন। একদিন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হল। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলে এক গাছি সুতার স্পর্শ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? আমি বললাম, চর্মপ্রদাহের

জন্য সুতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহর পরিবার শিরকমুক্ত হল। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘মন্ত্র, রক্ষাকবচ, গিঁটযুক্ত মন্ত্রপূত সুতা হল শিরকের অন্তর্ভুক্ত’। রাবী বলেন, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেলল। আমার যে চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়ল তা দিয়ে পানি বরতে লাগল। আমি তার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝরা বন্ধ হল এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগল। তিনি বলেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে তার আপুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হত এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হত। তুমি নিশ্চিন্ত দো‘আ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাও, أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ وَأَشْفِ أَنْتَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا شَافِيَ إِلَّا شِفَاءُكَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

স! ওয়াশফি, আনতশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা। ‘কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না’ (ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩০)।

অন্য হাদীছে এসেছে, হযরত রুওয়াইফ ইবনু ছাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘হে রুওয়াইফ! হয়তো তুমি আমার পরে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তুমি তখন মানুষকে এ সংবাদ দিবে যে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়ি জট পাকাবে অথবা ধনুকের রশি গলায় কবচ হিসাবে বাঁধবে অথবা পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না’ (আবুদাউদ হা/৩৬; মিশকাত হা/৩৫১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ ‘যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায়, তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয়’ (তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)। তাই কোন বস্তুর উপরে নয়, স্রেফ আল্লাহর কালাম পড়ে আল্লাহর উপরে ভরসা করতে হবে। এটি হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনোচিকিৎসা। যা দৈহিক চিকিৎসাকে প্রভাবিত করে (তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃ. ৫৫৪)।

৭. দো'আ পড়ে ফুঁক দেয়া : সন্তান অসুস্থ হলে অভিভাবক তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবেন। সেই সাথে সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আ পড়ে ফুঁক দিবেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে জিব্রীল (আঃ) এসে তাঁকে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে ঝাড়িয়ে দেন- **بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ -** 'আমি আল্লাহর নামে তোমাকে ঝেড়ে দিচ্ছি এমন সকল বিষয় হতে, যা তোমাকে কষ্ট দেয়। প্রত্যেক হিংসুক ব্যক্তির বা হিংসুক চোখের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তোমাকে নিরাময় করুন। আল্লাহর নামে তোমাকে ঝেড়ে দিচ্ছি' (মুসলিম হা/২১৮৬)।

জিব্রীল (আঃ) এখানে শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ বলেছেন এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, আল্লাহ ব্যতীত আরোগ্যদাতা কেউ নেই। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই কোন অসুখে পড়তেন, তখনই জিব্রীল এসে তাঁকে ঝেড়ে দিতেন' (মুসলিম হা/২১৮৫)। তাই জিব্রীল পঠিত উপরোক্ত দো'আ পড়ে পিতা-মা তার সন্তানকে ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন এবং যেকোন মুমিন বান্দা অন্য মুমিনকে ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান-হোসাইনকে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করেছেন, **أَعِيدُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ** 'আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর পূর্ণ বাক্য সমূহের আশ্রয়ে নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান হতে, বিষাক্ত কীট হতে ও প্রত্যেক অনিষ্টকারী চক্ষু হতে' (বুখারী হা/৩৩৭১; মিশকাত হা/১৫৩৫)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু'হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দু'হাত বুলাতেন (বুখারী হা/৫০১৭; মিশকাত হা/২১৩২)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের চোখ লাগা হতে পানাহ চাইতেন। কিন্তু যখন সূরা ফালাক্ ও নাস নাযিল হল তখন তিনি সব বাদ দিয়ে এ দু'টিই পড়তে থাকেন' (তিরমিযী হা/২০৫৮)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুখে পড়তেন, তখন সূরা ফালাক্ ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে নিজের দেহে হাত বুলাতেন। কিন্তু

যখন ব্যথা-যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে পড়ত, তখন আমি তা পাঠ করে তাঁর উপরে ফুঁক দিতাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতাম বরকতের আশায়। মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, ‘পরিবারের কেউ পীড়িত হলে রাসূল (ছাঃ) তাকে সূরা ফালাক্ ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন’ (রুখারী হা/৫০১৬)। ওক্বা বিন আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রতি ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ ও নাস পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন’ (তিরমিযী হা/২৯০৩)।

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওক্বাকে বলেন, ‘হে ওক্বায়েব! আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠ দু’টি সূরা শিক্ষা দেব না? অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক্ ও নাস শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি ছালাতে ইমামতি করলেন এবং সূরা দু’টি পাঠ করলেন। ছালাত শেষে যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, হে ওক্বায়েব! اِقْرَأْ

‘তুমি এ দু’টি সূরা পাঠ করবে যখন ঘুমাতে যাবে ও যখন (তাহাজ্জুদে) ছালাতে দাঁড়াবে’ (নাসাঈ হা/৫৪৩৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওক্বা বিন আমেরকে আরো বলেন যে,

مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا اسْتَعَاذَ ‘কোন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করতে পারে না এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু’টি সূরার তুলনায়’ (নাসাঈ হা/৫৪৩৮)।

ওক্বা বিন আমের (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে জুহফা ও আবওয়া-র মধ্যবর্তী স্থানে বাড়-বৃষ্টি ও ঘনঘটাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ি। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফালাক্ ও নাস পড়তে থাকেন। তারা আমাকে বললেন, হে ওক্বা! এ দু’টি সূরার মাধ্যমে আল্লাহর পানাহ চাও। কেননা কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু’টির তুলনায়’ (আবুদাউদ হা/১৪৬৩; মিশকাত হা/২১৬২)।

ওক্বা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, এসময় তিনি বলেন, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ ও নাস পাঠ কর। সব কিছুতেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে (তিরমিযী হা/৩৫৭৫; মিশকাত হা/২১৬৩)।

তাই পিতা-মাতা তার সন্তানকে উপরোক্ত দো‘আ সমূহ পড়ে বাড়-ফুঁক করতে পারেন। তিনি ঘুমাতে যাওয়ার সময় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ ও নাস পড়ে দু’হাতে ফুঁক দিয়ে নিজের দেহে ও সন্তানের দেহে হাত বুলিয়ে দিবেন (রুখারী হা/৫০১৭)। সাথে সাথে আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২/২৫৫) পাঠ

করবেন। তাহলে ফেরেশতা তার পাহারাদার হবে। শয়তান নিকটবর্তী হতে পারবে না (বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২২-২৩)।

পিতা-মাতা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় সূরা বাক্বারাহর শেষ ২ আয়াত পাঠ করবেন। তাহলে সেটি তার ও তার সন্তানের জন্য জিন-ইনসানের সকল অনিষ্টতা এবং রাতের সকল প্রকার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট হবে। আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'الْأَيَّتَانِ مِنَ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ' 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, এটাই তার (রাত্রির বিপদাপদ হতে বাঁচার) জন্য যথেষ্ট হবে' (বুখারী হা/৫০৪০)।

সন্তান একটু বড় হলে পিতা-মাতা তাকে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস শুদ্ধভাবে মুখস্থ করাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এবং আন্তে আন্তে মুখস্থ করাবেন। ঘুমাতে যাওয়ার সময় সন্তানকে সুন্নাত মোতাবেক সেগুলো আমল করতে অভ্যস্ত করাবেন।

৮. সন্ধ্যায় শিশুকে বাড়ির বাইরে নিয়ে না যাওয়া : পিতা-মাতা সন্ধ্যায় তাদের সন্তানকে বাড়ির বাইরে, ছাদের উপরে, রাস্তার ধারে, নদীর পাড়ে, বিলের ধারে ও বন-জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে যাবেন না। কেননা এ সময় শয়তান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছোট বাচ্চাদের ক্ষতি করে। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন রাতের আঁধার নেমে আসে অথবা সন্ধ্যা হয় তখন তোমরা শিশুদেরকে (বাইরে যাওয়া থেকে) আবদ্ধ রাখ। কেননা এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করো। কারণ শয়তান বন্ধদ্বার খুলতে পারে না। আর 'বিসমিল্লাহ' বলে খাদ্য দ্রব্যাদির পাত্রের মুখ বন্ধ করো এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে দাও। বন্ধ করার বা ঢাকার কিছু না পেলে আড়াআড়িভাবে কোন কিছু রেখে দাও। আর ঘুমানো সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও (বুখারী হা/৫৬২৩)। অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'وَأَكْفِتُوا صَبِيَّانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنَّ اتِّشَارًا وَحَظْفَةً' 'তোমরা সন্ধ্যায় শিশুদেরকে বাড়িতে আবদ্ধ রাখ। কেননা এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে ও শিশুদেরকে ছিনিয়ে নেয়' (বুখারী হা/৩৩১৬)।

[চলবে]

ইসলামে বন্ধুত্ব

মুহাম্মাদ ইস্রাফীল

গোপালনগর, বিপাড়া, কুমিল্লা

বন্ধুত্ব মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেননা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হল সমাজবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করা। শরীরের একটি অঙ্গকে পৃথকভাবে যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি সমাজে বসবাসকারী লোকদেরকেও পৃথকভাবে ভাবার কোন অবকাশ নেই। মানবজাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-এর নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য বিবি হাওয়ার সৃষ্টি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। এরপর থেকে যুগ যুগ মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এসব কিছুই প্রমাণ করে মানব জীবনে বন্ধুত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

বন্ধুত্বের কল্যাণে আমাদের কাজ-কর্মের, চিন্তা-চেতনার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে ভালো বন্ধুর সাহচর্যে যেমন আমাদের জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি মন্দ বন্ধুর সংস্পর্শে আমাদের জীবন হতাশা, বঞ্চনা ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর এ বন্ধুত্বের ব্যাপারে ইসলামের রয়েছে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু'চোখ ফিরিয়ে নিয়ে না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' (কাহফ ১৮/২৮)। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বন্ধুত্ব কী?

বন্ধু শব্দের অর্থ সুহৃদ, হিতৈষী, স্বজন, কল্যাণকামী ইত্যাদি। যার আরবী প্রতিশব্দগুলো হল, صَدِيقٌ, رَفِيقٌ, حَبِيبٌ, خَلِيلٌ ইত্যাদি। পরিভাষায়, বন্ধুত্ব হল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক, যা ভালোবাসা, মমত্ব, আনুগত্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও গভীর বিশ্বাসের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। কারো মতে আত্মার শক্তিশালী বন্ধন হল বন্ধুত্ব।

ইসলামের আলোকে বন্ধুত্ব : বর্তমান সমাজে প্রচলিত বন্ধুত্ব আর ইসলামের আলোকে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেমন, প্রচলিত বন্ধুত্ব কেবল দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্যই গড়ে ওঠে। সে কারণে পান থেকে চুন খসলেই অর্থাৎ কারো স্বার্থে তিল পরিমাণ আঘাত লাগলেই এ বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। পক্ষান্তরে, ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত বন্ধুত্ব শ্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যেই গড়ে ওঠে। ফলে এ বন্ধুত্বের সুতোটি পার্থিব জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে পরকালীন জীবন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরে ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিচার দিবসে আল্লাহ তাদের স্বীয় আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না’ (বুখারী হা/৬৬০)।

ইসলামের আলোকে বন্ধু নির্বাচন : আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবের সাথে হাসি, আড্ডায় আর খোশ-গল্পে অতিবাহিত করি। তাই বন্ধু হিসাবে আমরা কাকে গ্রহণ করছি সে দিকে কড়া নজর দেওয়া উচিত। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে’ (আবুদাউদ হা/৪৮৩৩)। বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় দিক-নির্দেশনা নিম্নে তুলে ধরা হল-

(ক) মুমিন-মুত্তাক্বীদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা : বন্ধু নির্বাচনে সর্বদা সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো’ (তাওবা ৯/১১৯)। কেননা প্রত্যেক মানুষের মাঝে তার বন্ধু বা সাথির প্রভাব প্রতিফলিত হয়। তাই মুমিন ব্যক্তিদেরকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, **لَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا وَلَا تَصْحَبُ إِلَّا** ‘তোমার খাদ্য যেন মুত্তাক্বী ব্যতীত কেউ না খায় এবং তুমি মুমিন ব্যতীত কাউকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ কর না’ (হাকেম হা/৭১৬৯)।

আল্লাহ বলেন, ‘আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়ম করে ও

যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' (তওবা ৯/৭১)। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সন্তান হাসান (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়েছেন, وَلَا تَصْحَبَنَّ إِلَّا تَقِيًّا مُهَذَّبًا عَفِيْفًا زَكِيًّا 'তুমি অবশ্যই আল্লাহভীরু, ভদ্র, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান এবং ওয়াদা পূরণকারী ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না' (আলী (রাঃ)-এর দীওয়ান, ১৩৩ পৃষ্ঠা)।

(খ) কাফের ও মুশরিকদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা : আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' (মায়দাহ ৫/৫১)। অথচ আজ আমরা তাদেরকে আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করলেও তাদের বিভিন্ন স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, আখলাক-চরিত্রের সাদৃশ্য গ্রহণ করেছি। যেমন দাড়ি মুগুন করা, গৌফ লম্বা করা, বাম হাতে পানাহার করা, (পুরুষেরা) টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' (আবুদাউদ হা/৪০৩১)।

এমনকি অমুসলিম পিতা-মাতা হলেও আল্লাহ তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের মোকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালংঘনকারী' (তওবা ৯/২৩)। তবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে' (লোকমান ৩১/১৫)।

মন্দ বন্ধুদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা : বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'সঙ্গদোষে লোহা ভাসে'। এক টুকরো লোহা পানিতে ছেড়ে দিলে সেটা তলিয়ে যায়। কিন্তু লোহার তৈরি বিশাল বিশাল জাহাজ সমুদ্রে কেমন করে ভেসে বেড়ায়! কারণ সে ভাসমান কোনকিছুর সংস্পর্শে থাকে। ঠিক তেমনিভাবে মানুষ ভালো বন্ধুর সাথে মিশে ভালো গুণ আয়ত্ত করে ও খারাপ বন্ধুর সাথে মিশলে মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এর সমার্থক প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। তাই মন্দ কর্ম থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। যদিও তারা তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদার বা আত্মীয়-স্বজন হোক' (মুজাদলাহ-৫৮/২২)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর উপমা দিয়েছেন আতরওয়ালা ও হাপর ওয়ালার সাথে। তিনি বলেছেন, 'সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল আতরওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। আতরওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে। কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরীদ করবে অথবা তার নিকট হতে তুমি সুস্বাণ পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে কেবল দুর্গন্ধ পাবে' (বুখারী হা/৫৫৩৪)। সুতরাং মন্দ সাথি থেকে দূরে থাকার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।

সৎবন্ধুর কতিপয় গুণাবলী : সৎবন্ধুকে দেখলে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে এবং আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। তাই বন্ধুত্ব করার পূর্বে নিম্নোক্ত গুণগুলো লক্ষ্যণীয়-

১. ঈমানদার হওয়া : আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' (আলে ইমরান ৩/২৮)। অত্র আয়াতে যেমন ঈমানদার বন্ধু নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে, তেমনি কাফেরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে।

২. জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া : ভালো বন্ধুর অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধিমান হওয়া। কেননা বিবেকবান বন্ধু সদুপদেশটা হয় এবং তার উপর সর্বদা আস্থা রাখা যায়। এ বিষয়ে আলী (রাঃ) এ উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে তার মধ্যে ৩টি গুণ থাকা চাই। সেগুলো হল বন্ধুকে হতে হবে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, সুন্দর ও মধুময় চরিত্রের অধিকারী এবং নেককার ও পুণ্যবান'। এছাড়াও ইমাম জা'ফর ছাদিক (রহঃ) মুসলিম মিল্লাতকে বন্ধুত্ব নির্বাচনে সতর্ক করে বলেছেন, 'পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সমীচীন নয়। তারা হল- মিথ্যাবাদী, নির্বোধ, ভীক, পাপাচারী এবং কৃপণ ব্যক্তি'। ক্বিয়ামতের দিন অসৎ ব্যক্তিদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণকারী ব্যক্তির আফসোস করবে। আল্লাহ বলেন, 'হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী' (ফুরকান ২৫/২৮-২৯)।

৩. চরিত্রবান হওয়া : ভালো বন্ধুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হওয়া। উত্তম চরিত্র প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম' (বুখারী হা/৩৫৫৯)। তিনি আরো বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে মুমিনের উত্তম চরিত্র' (তিরমিহী হা/২০০২)। তাই আমাদের সচচরিত্র বন্ধু নির্বাচন করা উচিত। কেননা দুশ্চরিত্রের অধিকারী বন্ধু শেষ পর্যন্ত মানুষকে অবৈধ, অশোভন আর অনৈতিক কাজের দিকে নিয়ে যায়। এ ধরনের বন্ধুর সাহচর্য অবশ্যই পরিত্যাগ্য।

আমাদের উচিত শ্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যেই পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং সৎ ব্যক্তিদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা। নচেৎ পরকালে আমাদের কেবল আফসোস করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মন্দদের বন্ধুত্ব পরিহার করে সৎ ও চরিত্রবান বন্ধু গ্রহণের তাওফীক দান করুন-আমীন!

কয়েকটি রুটি

আব্দুল হাসীব, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের জন্য রিযিক্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেটা মানুষের চেষ্টার মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে যায়। কেউ তার নির্ধারিত পরিমাণ গ্রহণ না করে মারা যাবে না। তেমনি কেউ তার অতিরিক্ত ভক্ষণ করতে পারবে না।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ত্বালহা উম্মু সুলাইমকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুর্বল কর্তৃস্বর শুনে বুঝতে পারলাম তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট (খাবার) কিছু আছে কি? তখন উম্মে সুলাইম কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। তারপর তাঁর ওড়না বের করে এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলো পেঁচিয়ে আমার কাপড়ের মধ্যে গুঁজে দিলেন এবং অন্য অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাঠালেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এগুলো নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক ছিল। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু ত্বালহা তোমাকে পাঠিয়েছে?' আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 'খাওয়ার জন্য?' আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথীদের বললেন, 'ওঠ'। তারপর তিনি চললেন। আমিও তাদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আবু ত্বালহার কাছে এসে পৌঁছলাম।

আবু ত্বালহা (রাঃ) বললেন, 'হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো অনেক লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের কাছে এ পরিমাণ খাবার নেই, যা তাদের খাওয়াব। উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আবু ত্বালহা গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর আবু ত্বালহা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মে সুলাইমকে ডেকে বললেন, তোমার কাছে যা আছে তা নিয়ে আস। উম্মে সুলাইম ঐ রুটি নিয়ে আসলেন। তিনি

আদেশ করলে তা টুকরা টুকরা করা হল। উম্মে সুলাইম ঘি (বা মধুর) পাত্র নিংড়িয়ে তা তরকারি বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে আল্লাহ যা চান তা পড়লেন। এরপর বললেন, দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাদের আসতে বলা হলে তারা তৃপ্ত হয়ে আহার করল এবং বেরিয়ে গেল। আবার বললেন, দশজনকে অনুমতি দাও। তাদের অনুমতি দেওয়া হল। তারা আহার করে তৃপ্ত হল এবং চলে গেল। এরপর আরো দশজনকে অনুমতি দেওয়া হল। এভাবে দলের সকলেই আহার করল এবং তৃপ্ত হল। তারা মোট আশি জন লোক ছিল (রুখারী হা/৫৩৮১)।

শিক্ষা :

১. একজন মুমিনের খাবার কয়েকজন মুমিন খেতে পারে।
২. খাবার ভাগাভাগি করে খেলে আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন।
৩. প্রত্যেক রাসূলের কিছু মু'জিয়া ছিল। এটি আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর একটি মু'জিয়া।
৪. ছাহাবাগণের আল্লাহর উপর ভরসা ছিল প্রবল। ফলে আল্লাহ তাঁদের সকল কাজে সাহায্য করতেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

খিয় পাঠক-পাঠিকা সোনামণিরা!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুশুভ প্রতিভা বিকাশের দৃষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি প্রতিভা'। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। চলতি বছরে কাগজের মূল্য, ডাক খরচ ও আনুসঙ্গিক খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকা সরবরাহ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই আগামী ৬২তম সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র মূল্য ১৫/- টাকার পরিবর্তে ২০/- টাকা নির্ধারণ করা হল। পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।

-সম্পাদক।

এসো দো'আ শিখি

৪২. ঝড়-তুফানের সময় পঠিতব্য দো'আ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرِمَا فِيهَا وَخَيْرِمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকু খইরহা ওয়া খইর মাফী হা ওয়া খইর মা-উরসিলাত বিহী ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! (আগত ঝড়ের) যে কল্যাণ, এর মধ্যে যে কল্যাণ এবং যে কল্যাণ নিয়ে উক্ত ঝড় প্রেরিত তার সবগুলোই আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার অকল্যাণ হতে, তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ হতে এবং যে অকল্যাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছে তা হতে' (মুসলিম হা/৮৯৯; মিশকাত হা/১৫১৩) ।

৪৩. বৃষ্টি চেয়ে দো'আ :

اللَّهُمَّ اغْنِنَا- اللَّهُمَّ اغْنِنَا- اللَّهُمَّ اغْنِنَا-

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা আগিছনা, আল্ল-হুম্মা আগিছনা, আল্ল-হুম্মা আগিছ না ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও' (বুখারী হা/১০১৪; মুসলিম হা/৮৯৭) ।

اللَّهُمَّ اسْقِنَا- اللَّهُمَّ اسْقِنَا- اللَّهُمَّ اسْقِنَا-

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাসক্বিনা, আল্লা-হুম্মাসক্বিনা, আল্ল-হুম্মাসক্বিনা ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও' (বুখারী হা/১০১৩) ।

اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْتًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا تَأْفِعًا عَبْرَ صَارٍ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ-

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাসক্বিনা গাইছাম মুগীছাম মারী'আম মারী'আন না-ফি'আন গইরা যা-র্রিন 'আ-জিলান গইরা আ-জিলিন ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন সুপেয় পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত কর, যা ফসল উৎপাদনে খুবই সহায়ক, অতি কল্যাণকর, কোন ক্ষতিকারক নয়, সহসা আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়' (আবুদাউদ হা/১১৬৯) ।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৮৮-৮৯) ।

জীবনের গল্প

মূল : মুহসিন জব্বার

অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

অঙ্ক

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র গণিত ক্লাসে উপস্থিত হল। সে ক্লাসে প্রবেশ করে একবারে পিছনের বেঞ্চে বসল। বসা মাত্রই তন্দ্রা তাকে আচ্ছন্ন করল এবং সে ঘুম ঘুম চোখে ক্লাস করল। ফলে শিক্ষকের কোন কথাই সে ভালোভাবে বুঝতে পারল না। ক্লাস শেষ হলে ছাত্রদের শোরগোলে সে পূর্ণ চেতনা ফিরে পেল। সে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখল, শিক্ষক সেখানে দু'টি প্রশ্ন লিখে রেখেছেন। সে দ্রুত প্রশ্ন দু'টি খাতায় লিখে নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে সে অঙ্ক দু'টি সমাধানের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অঙ্ক দু'টি খুবই জটিল ছিল, যা সে সমাধান করতে পারছিল না। অতঃপর সে লাইব্রেরীতে গেল এবং বারবার চেষ্টা করতে থাকল। কঠোর পরিশ্রমের ফলে চারদিন পর সে প্রথম প্রশ্নটি সমাধান করতে পারল। এত কঠিন অঙ্ক দেওয়ায় সে শিক্ষকের প্রতি একটু মনক্ষুণ্ণ হল।

পরবর্তী ক্লাসে ছাত্রটি তার শিক্ষককে জানাল যে, অনেক চেষ্টার পর সে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর করতে পেরেছে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কটির সমাধান করতে পারেনি। যদিও চারদিন সে শুধু এর মধ্যেই ডুবে ছিল। সে দ্বিতীয় প্রশ্নটি সমাধানের জন্য তাকে আরো সময় দেওয়ার অনুরোধ করল।

শিক্ষক তার কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, তিনি গতদিন ছাত্রদের কোন বাড়ির কাজ দেননি। তিনি বোর্ডে যে দু'টি প্রশ্ন লিখেছিলেন তা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন অঙ্কের নমুনা। এখন পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান যা সমাধান করতে পারেনি। অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী এটাকে অসম্ভব ভেবে সমাধানের চেষ্টা পর্যন্ত করেননি।

যদি ছাত্রটি শিক্ষকের কথা শুনে অঙ্কটি কঠিন ভেবে বসে থাকত, দিন-রাত চেষ্টা না করত তাহলে এর সমাধান আজও সম্ভব হত না। নিশ্চয় মানুষ চেষ্টা করলে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

শিক্ষা : সাধ্যমত চেষ্টা করলে কোন কাজই কঠিন নয়। কাজের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকা যরুরী।

আনন্দ অশ্রু

নাদিয়া বিনতে ওবায়েদ, দশম শ্রেণী
আল-কলম ইউনিভার্সাল মাদ্রাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

ঈদের দিন সন্ধ্যা বেলায় সারা বাড়ি জুড়ে আনন্দের ছোঁয়া। সকাল থেকে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের আসা-যাওয়া চলছে। সবার মুখে হাসি আর মনে উৎফুল্লতা। কিন্তু খাদীজা মন খারাপ করে ঘরে বসে আছে। এক বছর আগের এক দুঃসহ স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সে এক ভয়ানক স্মৃতি, তার জীবনের বাঁক পরিবর্তনের স্মৃতি।

খাদীজা তিন ভাইয়ের আদরের একমাত্র বোন। তার পিতা সরকারি কর্মকর্তা আর মা গৃহিণী। ছোটবেলা থেকেই পিতা-মাতা আর ভাইদের দেখাদেখি সে ছালাত আদায় করে। দশ বছর বয়স থেকে সে বোরকা পরতে শুরু করে। পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় রীতি-নীতিও মেনে চলে। আল্লাহভীরু মুসলমান মেয়ের মতই কাটে তার শৈশব ও কৈশোরের প্রথম অধ্যায়।

অষ্টম শ্রেণীতে উঠার পর শুরু হল তার নতুন জীবন। গ্রামে বড় স্কুল না থাকায় সে ভর্তি হল যেলা শহরের এক নামকরা স্কুলে। গ্রামীণ গোছালো জীবন শেষে শুরু হল তার শহুরে খোলামেলা হোস্টেল জীবন। পিতা-মাতা ও ভাইদের আদর-শাসনের পরিবর্তে তৈরি হল সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ।

প্রথম দিকে সে সবার থেকে আলাদ থাকত। ক্লাসে একশ'র বেশি ছেলে-মেয়ের মধ্যে কালো বোরকায় আচ্ছাদিত খাদীজাকে এক পলকেই চিনে আলাদা করা যেত। একপাল লাল ঘোড়ার মধ্যে একটি উজ্জ্বল সাদা ঘোড়ার মত সকলের নয়রে পড়ত সে। এজন্য কিছু বান্ধবী অনাধুনিক, গুঁয়ো বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেও অধিকাংশই তাকে দেখত সম্মানের নয়রে। সাধারণ মুসলিম পরিবারের মেয়েরা নিজে পর্দা না করলেও ইসলামের বিধানকে তারা সম্মান করত।

কিন্তু খাদীজা তার এই সম্মান বেশিদিন ধরে রাখতে পারল না। কিছুদিনের মধ্যেই তার দৃঢ় ইসলামী মনোবলে ফাটল ধরল। শুরু হল পরিবর্তন। আল্লাহভীরু পর্দানশীন খাদীজা চলমান জোয়ারে ভেসে আধুনিকতার ঘোলা

পানিতে মিশে গেল। গ্রামে থাকা তার পরিবার এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না।

রামায়ানের ছুটিতে তার মা সর্বপ্রথম তার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। অন্য রামায়ানের তুলনায় সেবার তার আমল-আখলাকে অনেক পার্থক্য। পরিবারের সবার সাথে ছিয়াম পালন করলেও তার সুমধুর কুরআন তেলাওয়াত আর শোনা যায় না। ছালাতেও তার অনীহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আগের মত মায়ের কাজে এগিয়ে যায় না। ইফতারের টেবিল গোছাতে ব্যস্ত হয় না। তার মা তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেও সে তেমন গুরুত্ব দেয় না।

তার মা সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা লক্ষ্য করেন ঈদের দিন বিকালে। বান্ধবীদের সাথে ঘুরতে যাওয়ার সময় সে বোরকা ছাড়াই বের হচ্ছিল। এ অবস্থায় দেখে তার মা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারা পিতা আর বড় দু'ভাই বাড়িতে ছিলেন না। মা আর ছোট ভাইয়ের নিষেধ সত্ত্বেও সে এভাবে বেরিয়ে গেল। তার পিতা ও ভাই বাড়ি ফিরে এ ঘটনা শোনার পর সকলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পর সংবাদ এলো, খাদীজা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা ত্রক আহত হয়েছে। তারা ছুটে গেল হাসপাতালে। সেখানে দু'দিন পর জ্ঞান ফিরল খাদীজার। সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে সেদিন খুব কেঁদেছিল। আজও এক বছর পর এসব ভাবতে ভাবতে তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এ অশ্রু বেদনার নয়, আনন্দের। এ অশ্রু হারানোর নয়, নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার। এ অশ্রু মিথ্যাও নয়, বরং সত্য অনুধাবনের। এই চোখের পানিতে সব ভুল ধুয়ে ফেলে আবার পুরাতন জীবনে ফিরতে চায় সে।

শিক্ষা :

১. জীবনে বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। তারা যেন তাকুওয়া ও সংকাজে বাধা না হয়।
২. অধিকাংশ মানুষ করলেই সেটা ভালো কাজ হয় না। বরং কুরআন-হাদীছের আলোকে ভালো-মন্দ নির্ণয় করতে হবে।
৩. সর্বদা পিতা-মাতার কথা মেনে চলতে হবে। অন্যথায় বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

কবিতা গুচ্ছ

মনযিল

সারোয়ার মেছবাহ
পরিচালক, সোনাগণি মারকায এলাকা
নওদাপাড়া, রাজশাহী

শূন্য হৃদয়, লিখব কী আর
বিশাল পাতার পুরাই খালি,
হায়রে আমার ভাঙ্গা কলম
ঠিকমত ফের দেয়না কালি।

সিক্ত প্রেমের নই কবি হে
নই কোন ঘরছাড়া বৈরাগী,
কাগজ-কলম সাথি আমার
সাথির সাথেই রাত জাগি।

গল্পে গল্পে রাত্রি কাটাই
একটু মনে সুখ পেতে,
সাথি আমার দুঃখগুলো
ভাগ করে নেয় আপনাতে।

পথচলা মোর তারই সাথে
যাত্রা আমার দিগন্তে
তাকেই নিয়েই ক্লাস্তিহীন
এগিয়ে চলি সানন্দে।

মনযিলে মোর পৌছাতে জানি
ঝরবে দেহের অনেক ঘাম,
কে দিবে ভাই ঝরে যাওয়া
একটা ফোঁটা সেই ঘামের দাম?

নেই মজুরির কোনই আশা,
নই তো আমি দিন মজুর,

কলম হাতে সৈনিক আমি
দোয়াত-কালির তৃষ্ণাতুর।

লিখতে শিখেছি লিখেই যাচ্ছি
কিসের দিন আর কিসের রাত,
লিখতে থাকব যতদিন মোর
দুই চোখে হবে অশ্রুপাত।

অশ্রু যদি শুকিয়ে যাবে
সেদিন আসর ভাঙবে মোর,
ধরার বুকে রচিত হবে
অধম ছেলের মাটির গোর।

কোন কারিগর

-মির্জা মুহাম্মাদ আবুল হোসেন

মাগো আমি ছোটমণি
আমার কথা শোনো,
দুনিয়াটা কত বড়
তা কি তুমি জানো?
সূর্যটা মা কোথা থাকে,
কেমন তার ঘর?

কোন আড়ালে কেমনে লুকায়,
আসে অন্ধকার!
রাতটা হলে আকাশ কোলে
কত তারা হাসে,
মিষ্টি মধু আলোক রাশির
চাঁদটি থাকে পাশে।
ইচ্ছে করে জগৎ ঘুরে
দেখি নয়ন ভরে,
বলো না মা কোন কারিগর
গড়লো এমন করে?

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

● আল-কুরআন (সূরা হুমাযাহ)

১. হুমাযাহ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : নিন্দাকারী ।

২. সূরা হুমাযাহ কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : ১০৪তম ।

৩. সূরা হুমাযাহ-এ কতটি আয়াত আছে?

উত্তর : ৯টি ।

৪. সূরা হুমাযাহ-এ কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?

উত্তর : ৩৩টি শব্দ ও ১৩৩টি বর্ণ ।

৫. সূরা হুমাযাহ কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা কিয়ামাহ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয় । অতএব এটি মাক্কী সূরা ।

৬. সূরা হুমাযাহতে কয়টি বিষয় আলোচিত হয়েছে?

উত্তর : দু'টি ।

৭. পরনিন্দাকারী ও অর্থলিপ্সু ধনিক শ্রেণীর দুর্ভোগ ও ধ্বংসের কথা আলোচনা করা হয়েছে কোন সূরায়?

উত্তর : সূরা হুমাযাহ ।

৮. 'হুমাযাহ' কোন ব্যক্তিকে বলা হয়?

উত্তর : যে মানুষের মুখের উপর নিন্দা করে ও অপদস্থ করে ।

৯. হুত্বামাহ কী?

উত্তর : এটি একটি জাহান্নামের নাম ।

১০. কাদের জন্য হুত্বামাহ জাহান্নাম নির্ধারিত?

উত্তর : পরচর্চাকারী ও পুঁজিবাদীরা যারা মানুষের প্রাপ্য খাদ্য ছিনিয়ে নেয় ।

বোকা লোক

মুহাম্মাদ আবু তাহের
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

এক বাড়িতে এক বোকা লোক একাকী বাস করত। তার কোন পরিবার ছিল না। তবে তার অনেক সম্পদ ছিল। এক রাতে তার বাড়িতে একটি চোর চুরি করতে আসল। চোরের উপস্থিতি বুঝতে পেরে লোকটি তাকে জাপটে ধরল। এরপর তাকে বেঁধে রেখে থানায় অভিযোগ জানাতে গেল। অতঃপর...

বোকা লোক : ইন্সপেক্টর ছাহেব! দ্রুত আমার বাড়িতে চলেন। বাড়িতে চোর ঢুকেছে।

অতঃপর ইন্সপেক্টর তাকে নিয়ে দ্রুত তার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হল। যেতে যেতে দু'জনের মধ্যে কথা হল...

ইন্সপেক্টর : আপনার বাড়িতে এখন কে কে আছে?

বোকা লোক : আমার কেউ নেই। চোরটা একাই আছে।

ইন্সপেক্টর : তাহলে তো চোর এতক্ষণে পালিয়ে গেছে।

বোকা লোক : পালাতে পারবে না। আমি তার পা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছি।

ইন্সপেক্টর : শুধু পা বেঁধে রেখেছেন? আর হাত বাঁধেন নি?

লোকটি তার ভুল বুঝতে পারল। তাদের ধারণা, চোরটি এতক্ষণে পালিয়ে গেছে। হয়তো তার কোন নমুনা বা চিহ্ন পাওয়া যাবে। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে দেখল, চোরটি চুপচাপ বাঁধা অবস্থায় বসে আছে। অতঃপর...

ইন্সপেক্টর : তুমি এখনো এখানে বসে আছো, পালিয়ে যাওনি কেন?

চোর : কীভাবে পালিয়ে যাব? উনি তো আমার পা বেঁধে রেখেছিলেন।

ইন্সপেক্টর : কিন্তু তোমার হাত তো খোলা ছিল। তুমি হাত দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলতে পারতে।

চোর : সেটা তো ভেবে দেখিনি।

শিক্ষা :

১. আমরা অনেক সময় অতি সহজ বিষয়টাও খেয়াল করি না।
২. মানুষ নিজের প্রচেষ্টার অভাবে অনেক ক্ষুদ্র সমস্যা থেকেও মুক্ত হতে পারে না। যেমন চোরটি নিজেকে নিরুপায় বন্দী ভেবে বসে ছিল।
৩. চুরি করা মহাপাপ। এরূপ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

হজ্জের দিনগুলো

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

ইসলাম মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পাঁচটি মূল রুকনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর একটি হচ্ছে হজ্জ পালন করা। আল্লাহ বলেন, **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** ‘আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহে হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হল, যার এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে’ (আলে ইমরান ৩/৯৭)।

বাল্যকাল থেকে মনের গহীনে সুপ্ত বাসনা ছিল আল্লাহ চাইলে একদিন হজ্জ পালন করব। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যে ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আদায় করি, তাকে একবার স্বচক্ষে দেখব। এক, দুই করে জীবনের ষাটটি বছর পার হওয়ার পর এলো স্বপ্ন ছোঁয়ার সেই সুযোগ। আল্লাহ তার এই নগণ্য বান্দাকে পরিবারসহ হজ্জ পালনের তাওফীক দিয়েছেন। এজন্য মহান আল্লাহর প্রতি অশেষ শুকরিয়া-আলহামদুলিল্লাহ!

১৫ই জুন ২০২৩। সকাল সাড়ে ৮-টায় সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম। স্বপ্নযাত্রার আনন্দ আর স্বজনদের ছেড়ে যাওয়ার এক মিশ্রিত বেদনার তীব্রভাবে অনুভূত হল। চোখ ছলছল করে একটু অশ্রুও বেয়ে পড়ল। বাইরের বৃষ্টিতে স্বজনদের থেকে অশ্রু লুকাতে সক্ষম হলাম। খুলনা শহর থেকে ‘ওয়েলকাম’ এসি বাস আমাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করল ঢাকাস্থ হজ্জ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। কখনো প্রচণ্ড কখনো হালকা বৃষ্টির মধ্যে বাস এগিয়ে চলল।

বিকাল ৩-টায় আমরা হজ্জ ক্যাম্পে পৌঁছালাম। আমরা পুরুষ ডরমেটরি ৯-এর ৪র্থ তলায় এবং আমার স্ত্রীসহ অন্যান্য মহিলাগণ দ্বিতীয় তলায় মহিলা ডরমেটরিতে অবস্থান করলাম। ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এয়ারপোর্টে সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে আমি এখানে হজ্জ যাত্রীদের সৎক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতাম। তখন ঢাকা আশেকানা হজ্জ ক্যাম্পের পরিবেশ অনেক নোংরা ও অগোছালো ছিল। সে তুলনায় এখন ডরমেটরিগুলো তুলনায় বেশ পরিচ্ছন্ন ও গোছানো মনে হল।

১৬ই জুন সকাল থেকে ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ ও বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনের কাজ চলল। আছরের পরে আমাদের ইমিগ্রেশন করানো হল। অতঃপর বিমান

কর্তৃপক্ষের বাস যোগে আমরা রওনা হলাম শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে আরেক দফা সউদী ইমিগ্রেশন করে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও কুছর করলাম।

রাত ১০-টায় আমাদের বিমান জেদ্দার উদ্দেশ্যে ফ্লাই করবে। আমরা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বসে রইলাম। ‘ছালেহিয়া ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস’ এজেন্সির ৩০০ জন হজ্জ যাত্রীর মধ্যে আমরা ১৬ জন কেবল আহলেহাদীছ। বাকীরা অধিকাংশই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তারা অনেকেই হজ্জ ক্যাম্প থেকেই ইহরাম বেঁধে এসেছেন। বিমান বন্দরে তাদের মুহূর্মুহু তালবিয়া পাঠ আবেগ তাড়িত করে তুলছিল। যদিও মীক্বাতে পৌঁছানোর পূর্বে তালবিয়া পাঠের কোন বিধান নেই।

যথাসময়ে আমাদের বিমান আকাশে উড়লো। বিমানবালারা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা অভিনয় করে দেখালেন। সীমাহীন নীল আকাশে পাখির মত মেঘমালার উপর দিয়ে উড়ে চললাম। যখন এয়ারপোর্টে দায়িত্বরত ছিলাম তখন হজ্জযাত্রীদের সউদীগামী বিমান দেখলে আমিও স্বপ্ন দেখতাম। দেশের ভিতরে দুই-একবার বিমানে যাতায়াত করলেও আন্তর্জাতিক বিমানে এবারই প্রথম। একজন বিমানবালা এসে আমাদেরকে নাশতা ও রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। আমরা খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করলাম। সাড়ে ৬-ঘণ্টায় আমরা জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছলাম।

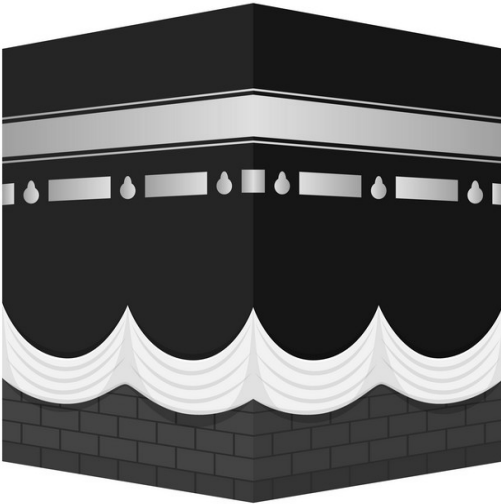
জেদ্দা পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম বিমানবন্দর। যেহেতু আমাদের সউদী ইমিগ্রেশন ঢাকা থেকে হয়ে গেছে, জেদ্দা বিমানবন্দরে আমাদের তেমন কোন কাজ নেই। সউদী সময় রাত ৩-টায় বাসে জেদ্দা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। উঁচু-নিচু নয়নাভিরাম পাহাড় অতিক্রম করে ৯০ কিলোমিটার দূরত্বে কা'বার দিকে এগিয়ে চললাম। পথিমধ্যে জেদ্দা সহ আরও দু'টি বাসস্টপেজে যাত্রা বিরতি দিলে স্থানীয় লোকেরা আমাদেরকে জুস, কেক, বিস্কুট, পাউরুটি ও যমযমের পানি খেতে দিলেন। তাদের আতিথেয়তা লাভে আমরা সবাই মুগ্ধ হলাম।

১৭ই জুন সকাল ৬-টায় পবিত্র মক্কা শহরের মিসফালা এলাকার ‘নাজমাতুল খালিয়’ হোটেলে পৌঁছলাম। যা ছিল কা'বা ঘরে যাওয়ার পথে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ (টানেল) পথের পাশে। ১৩তলা বিশিষ্ট হোটেলের একাদশ তলার ১১০৪নং রুমে আমাদের ৬ জনের আবাসস্থল। পাশেই ১১০২নং রুমে আমার স্ত্রীসহ ৪ জন মহিলার থাকার স্থান। প্রতিটি রুমে ফ্রিজ ও এসির

ব্যবস্থা আছে। বাথরুমে গোসল করতে গিয়ে দেখলাম পানি বেশ গরম তবে সহনীয়। হোটেল ম্যানেজারকে বললে, তিনি জানালেন এখানকার পানি সারা বছর গরম থাকে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ হাজীগণ তামাভু হজ্জ পালন করে থাকেন। এ হজ্জে প্রথমে ওমরাহ সম্পন্ন করতে হয়। সউদী ফ্লাইনেস বিমানের ঘোষণা অনুযায়ী আমরা মীক্বাত থেকে অর্থাৎ ইয়ালামলাম পাহাড়ের অবস্থানস্থল থেকে ওয়ূ করে ইহরামের কাপড় পরে 'লাক্বায়কা ওমরতান' বলে ওমরাহর নিয়ত করেছিলাম। আমরা হোটলে দ্রুত গোসল ও সকালের নাশতা সেরে ত্বাওয়াফের প্রস্তুতি নিলাম। অতঃপর সকাল ১০-টায় প্রফুল্ল চিত্তে ওমরাহর ত্বাওয়াফ তথা ত্বাওয়াফে কুদূমের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর দিকে রওনা হলাম।

প্রথম কা'বা দর্শনের অনুভূতি : সারা জীবনের লালিত স্বপ্ন ও বাল্যকাল থেকে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজের চোখে কা'বা দেখার ও হজ্জ করার। যে কা'বাব ছবি টিভির পর্দায় ও বইয়ের পাতায় শত শতবার দেখেছি, আজ স্বচক্ষে তাকে দেখার জন্য পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কা'বা ঘর প্রথম দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র 'আল্লাহ আকবার' বলে দু'হাত উঁচু করলাম। অতঃপর



দো'আটি পাঠ করলাম,
 اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ
 السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا
 بِالسَّلَامِ 'হে আল্লাহ! তুমি
 শান্তি। তোমার থেকেই
 আসে শান্তি। অতএব হে
 আমাদের প্রতিপালক!
 আমাদেরকে শান্তির সাথে
 বাঁচিয়ে রাখো!'

গ্রাউন্ড ফ্লোরে মাত্বাফ
 চত্বরে প্রবেশের পর
 হৃদয়ে যে কী শিহরণ, কী

আকর্ষণ! যে অনুভূতিতে আবেগাপ্ত হয়ে আনন্দে অশ্রুসিক্ত হয়েছিলাম। সে স্মৃতি, সে দৃশ্য, সে আবেগ, সে অনুভূতি বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। ফালিল্লা-হিল হামদ।

খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ভাইয়ের নেতৃত্বে ৪ জন মহিলাসহ আমরা ২৫ জন ওমরাহর ত্বাওয়াফের জন্য প্রথম মাত্মাফে দাঁড়িলাম। 'হাজারে আসওয়াদ'-এর দিকে হাত ইশারা করে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লা-হু আকবার' বলে ত্বাওয়াফ শুরু করলাম। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে আমরা রুকনে ইয়ামানী স্পর্শের সুযোগ খুঁজছিলাম। চতুর্থ ত্বাওয়াফে আমরা সকলে রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করলাম, আলহামদুলিল্লাহ। ৫ম ত্বাওয়াফে আমরা হাজারে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু প্রায় শতাধিক আফ্রিকান ও পাকিস্তানীসহ অন্যদের ধাক্কায় আমরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলাম না। বরং আমরা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। অবশিষ্ট দু'টি ত্বাওয়াফ আমরা পৃথকভাবে সম্পন্ন করে ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর কা'বার দিকে ফিরে যমযমের পানি পান করলাম।

বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ সম্পন্ন করে সাঈ করার জন্য ছাফা পাহাড়ে গেলাম। ছাফা পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবর' তিনবার পাঠ করলাম। সাঈ শুরু করতে ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁর মা হাজারার ঘটনা স্মৃতিতে হানা দিল। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত নবীদের কাহিনী অনেক আগেই পড়েছিলাম। বইয়ের পাতায় পড়া ইতিহাস হৃদয় গহীনে উপলব্ধি করলাম। যদিও সেই তীব্র রোদ আর উঁচু উঁচু পাহাড়ে আরোহণের কষ্ট এখন টের পাওয়া যায় না। হাজীদের কষ্ট লাঘব করার জন্য এখন পাহাড় দু'টিকে তিন তলাবিশিষ্ট ভবন দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ টাইলস ও এসি করা এ ভবনের প্রতি তলায় এবং ওয় তলার ছাদেও সাঈ করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

আমরা অত্যন্ত আরামের সাথে সাঈ শেষ করলাম। অতঃপর মাথা মুগুন করে ওমরাহ থেকে হালাল হলাম। অতঃপর হোটেলে এসে ইহরামের কাপড় খুলে ফেললাম। মহান আল্লাহর দয়ায় ভালোভাবে ওমরাহ শেষ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

ওমরাহ শেষ করে আমরা হজ্জের অপেক্ষা করতে থাকলাম। এক সপ্তাহ পর ২৬শে জুন হজ্জ শুরু হবে। এসময় আমরা বায়তুল্লাহতে জামা'আতে ছালাত আদায় ও বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতাম। পাশাপাশি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মস্থান মক্কার দর্শনীয় স্থানসমূহ ঘুরে দেখলাম। সেসবের স্মৃতিচারণ পরে করব। এখন বরং হজ্জের দিনগুলো বর্ণনা করি।

১ম দিন, ৮ই যিলহজ্জ : বাদ ফজর হোটেল থেকে ওয়ূ-গোসল সেরে সুগন্ধি মেখে ইহরাম বেঁধে দো'আ পাঠ করলাম, **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا**, 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে তোমার দরবারে হাযির'। অতঃপর 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে করতে কা'বা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। ৮ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে ১ঘণ্টা পর মিনায় পৌঁছালাম। সেখানে হজ্জযাত্রীদের জন্য পাহাড়ের নীচে, উপরে ও ঢালুতে পাহাড় কেটে অপূর্ব সৌন্দর্য মণ্ডিত অসংখ্য তাবু করা হয়েছে, যা আগুনে পুড়ে না, বৃষ্টিতে ভিজে না। এজন্য মিনাকে তাবুর শহরও বলা হয়। ভিআইপি ও রাষ্ট্রীয় মেহমানদের জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উন্নত মানের তাবু ও কনফারেন্স রুম আছে। আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি চারিদিকে পাহাড় ঘেরা মিনা শহর।

মিনায় সারাদিন অবস্থান করে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাত ওয়াস্তমত কছর আদায় করলাম। অতঃপর রাত দেড়টায় বাসে চড়ে আমরা ১৪.৪ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

২য় দিন, ৯ই যিলহজ্জ : সকাল ১০-টায় আমরা আরাফার ময়দানে পৌঁছালাম। আরাফায় অবস্থানই হজ্জের প্রধান অনুষ্ঠান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **الْحُجُّ عَرَفَةَ** 'হজ্জ হল আরাফাতে অবস্থান' (তিরমিযী হা/৮৮৯)। আরাফায় যোহর ও আছরের ছালাত দুই ইক্বামতে (২+২) চার রাক'আত আদায় করলাম। অতঃপর দুপুরের খাবার খেলাম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আরাফার দিন আল্লাহ সর্বাধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করে থাকেন এবং তিনি নিকটবর্তী হন ও ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, দেখ ওরা কি চায়? (মুসলিম হা/৩২৮৮)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি নিম্ন আকাশে নেমে আসেন ও ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক আমি ওদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম' (ত্বাবারাগী, হুইহ আত-তারগীব হা/১১৫৪-৫৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শ্রেষ্ঠ দো'আ হল আরাফার দো'আ...' (তিরমিযী, মিশকাত হা/২৫৯৮)। তাই যোহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হৃদয়ের আকুতি দিয়ে কান্নাকাটি করে কালেমায়ে তাওহীদ ও তালবিয়াহ পাঠ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলাম। পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ও তাদের সন্তানদের জন্য, চাচা-চাচী, দাদা-দাদী, নানা-নানীর জন্য, শ্বশুর-শাশুড়ীসহ সকল আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও দেশের জন্য এবং সোনামণি সংগঠনের জন্য ও মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জন্য বিশেষভাবে দো'আ করলাম।

আরাফার ময়দানেই একদিন আমরা আল্লাহর সম্মুখে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আপনিই আমাদের প্রতিপালক। অতএব সার্বিক জীবনে আমরা আল্লাহরই দাসত্ব করব এবং শয়তানের দাসত্ব থেকে বিরত থাকব। যাকে 'আহ্দেরে আলাস্ত' বলা হয়। আহ্দেরে আলাস্তর সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে দু'হাত তুলে মহান রব্বুল আলামীনের নিকট জীবনের দেনা-পাওনার হিসাব পেশ করে ক্ষমা চাইলাম। প্রখর রোদের তীব্রতায় ঘাম বের হওয়ার পূর্বেই শুকিয়ে যায়। ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চামড়া ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। এর মধ্যেও চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছিলাম।

আরাফার ময়দান হজ্জযাত্রীদের একদিনের আবাসস্থল। এখানেও মিনার মত অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত অসংখ্য তাবু তৈরি করা হয়েছে। এক তাবুতে প্রায় ৫০০ জন হাজীর অবস্থান। প্রত্যেক তাবুতে ১০টি করে এসি ও ৪০টির মত লাইট আছে। খোলা তাবুর মধ্যে একপাশে পুরুষ আর অন্যপাশে মহিলাদের অবস্থান। সবাই মহান আল্লাহর স্মরণে মগ্ন, এদিক-সেদিক তাকানোর ফুরসত কারো নেই। এভাবেই আমরা অকুফে আরাফা শেষ করলাম।

৯ই যিলহজ্জ সূর্য ডোবার পর আরাফা থেকে বাসে রওনা হলাম মুয়দালিফার উদ্দেশ্যে। রাস্তায় গাড়ির জ্যামের কারণে ১ঘণ্টার পথপাড়ি দিতে লাগল প্রায় সাত ঘণ্টা। অতঃপর রাত আড়াইটার দিকে আমরা মুয়দালিফায় পৌঁছলাম। মুয়দালিফার বিশাল ময়দানে উপস্থিত হয়ে মাগরিব ও এশার ছালাত কছর (৩+২) আদায় করলাম। অতঃপর মহান আল্লাহর সৃষ্টি বালুকাময় মরুপ্রান্তরে চাদর বিছিয়ে কাফনের কাপড়ের মত সাদা দু'টুকরা ইহরামের কাপড় পরা অবস্থায় শুয়ে পড়লাম। এসময় মৃত মানুষকে কাফন-দাফনের স্মৃতিগুলো বার বার মনে পড়ছিল।

এই মুয়দালিফাতেই অবস্থিত মাশ'আরুল হারাম মসজিদ, যা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমরা আরাফা থেকে (মিনায়) ফিরবে, তখন (মুয়দালিফায়) মাশ'আরুল হারামে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও তোমরা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে' (বাক্বারাহ ২/১৯৮)। ফজরের ছালাতের পর মুয়দালিফার ঘর-বাড়িহীন বালুকাময় বিশাল খোলা আকাশের নীচে মাশ'আরুল হারামের পাশে দু'হাত তুলে মহান রব্বুল-আলামীনের নিকট করণ কণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে দো'আ করলাম।

৩য় দিন, ১০ই যিলহজ্জ : সকালে সূর্য উঠার পূর্বে আমরা পায়ে হেটে রওনা হলাম মিনার বড় জামরায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তায় পিপীলিকার সারির মত সারিবদ্ধভাবে ৩৬ লক্ষ মানুষ এগিয়ে চলছে। যারা হাটতে পারছে না, তারা সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মত মানুষের ধাক্কায় ধাক্কায় এগিয়ে চলছে। জনসমুদ্রে অনেকের সেভেল খুলে পথে পড়ে থাকছে, উঠানোর সুযোগ নেই। তারা উত্তপ্ত বালুর উপর নগ্ন পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। হাযার হাযার মানুষ পানির জন্য হাল্তাশ করছে। তবুও দাঁড়ানোর কোন সুযোগ নেই।

আজ সাউদী আরবে ঈদ। রাস্তায় ডিউটিরত হাজার হাজার আর্মি, পুলিশ ও হজ্জগাইডরা হাজীদের ঠাণ্ডা পানির ছিটা দিচ্ছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত রাস্তায় মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা পানির ফোয়ারাও রয়েছে। বিদ্যুতের খুটির মত পাইপ থেকে অনবরত পানি ছিটানো হচ্ছে। পথে পথে হাজীদের মধ্যে পানি ও খেজুর বিতরণ করা হচ্ছে। দাঁড়িয়ে তা নেওয়ার কারো সুযোগ নেই। সৌভাগ্যক্রমে যার হাতে পড়ছে, কেবল তিনিই তা খেতে পারছেন।

৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় মাথার তালু পুড়ে যাচ্ছে তবুও কাপড়, টুপি বা তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢাকার নির্দেশ নেই। নারী ও পুরুষ খোলা মাথায় একাকার হয়ে গেছে, সেদিকে কারো ভ্রক্ষেপ নেই, কারো কোন কুদৃষ্টি, নেই কোন দূর্ঘটনা। মনে হয় যেন এটা হাশরের মাঠ। সবাই নিজেই নিয়েই ব্যস্ত। দূর থেকে যারা কংকর মারছে, তাদের সেই কংকর অনেকের মাথায় বৃষ্টির মত পড়ছে। বিশেষ করে আফ্রিকান নিগ্রো ও পাকিস্তানীদের বিশালকার শরীরের চাপে অনেক দুর্বল ক্ষীণকায় দেহের মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। জনসমুদ্র কাকে বলে তা দেখেছি আরাফায়, মুযদালিফায় ও মিনাতে।

ক্লাস্ত, শান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে অবশেষে বড় জামরার নিকটে পৌঁছলাম। 'আল্লাহ্ আকবার' বলে সবকিছুর উপরে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে করতে ৭টি কংকর মারতে সক্ষম হলাম। এরপর মিনায় ফিরে গিয়ে মাথা মুগুন করলাম ও ইহরাম খুলে প্রাথমিকভাবে হালাল হলাম। পরবর্তী দু'দিন ১ম, ২য় ও ৩য় জামরায় সাতটি করে মোট (২১+২১) ৪২টি কংকর মারলাম এবং মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করে হজ্জ সমাপ্ত করলাম। ফালিল্লাহিল হামদ।

মশা মারার ফাঁদ

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

বাংলায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ হচ্ছে ‘মশা মারতে কামান আনা’। যার অর্থ অতি ক্ষুদ্র কাজের জন্য বিশাল আয়োজন। বাস্তবে মশা মারতে কামান ব্যবহার না হলেও বর্তমানে মশার উপদ্রব রোধে প্রযুক্তির নানা আয়োজন চোখে পড়ার মত। মশা থেকে বাঁচতে কয়েল জ্বালানো বা ঘুমানোর সময় মশারি খাটানোর রীতি মানব সমাজে বহু দিন থেকে চলে আসছে। মশা প্রতিরোধে বৈদ্যুতিক র্যাকেট, কেমিকাল স্প্রে, ধোঁয়া স্প্রে, বৈদ্যুতিক স্প্রে ইত্যাদির ব্যবহারও যুগ পার করে এসেছে। তবু মশা থেকে যেন রক্ষা নেই।

সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি শহরে স্থাপন করা হয়েছে ৩০০টির বেশি মশা মারার ফাঁদ। ফাঁদটি বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ গন্ধ ছড়িয়ে দেয়, যা মশাকে আকৃষ্ট করে। এরপর সেই ছাণ অনুসরণ করে মশা যখন ফাঁদের কাছে আসে, তখন তাকে ভিতরে টেনে একটি ব্যাগে আটকে মেরে ফেলে। মৃত মশাগুলো পরবর্তীতে সংগ্রহ করে ফেলে দেওয়া হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তদারকি করা হয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, ক্ষুদ্র একটি প্রাণী নিধনের জন্য এত আয়োজন কেন? এত কিছুর কি আসলেই প্রয়োজন আছে? উত্তর হল, হ্যাঁ; আছে। কারণ এই ক্ষুদ্র প্রাণীটিই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী। অবাধ লাগছে? মনে হচ্ছে মশা শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত শুষে নেয় মাত্র। এতে কী এমন ক্ষতি হয়? প্রত্যক্ষভাবে মশা এক বিন্দু রক্ত খেলেও পরোক্ষভাবে এটি ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়াসহ নানা রোগ ছড়ায়। কয়েকটি গবেষণা বলছে, প্রতি বছর বিশ্ব জুড়ে ১০ থেকে ২০ লাখ মানুষ মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অন্য কোন প্রাণীর আক্রমণে এত লোক মারা যায় না।

মশা কিভাবে কামড়ায় বা মশা কামড়ালে চুলকায় কেন? প্রথম কথা হল মশা মূলত কামড়ায় না। এর কোন দাঁত নেই। মশা একটি শুঁড়ের সাহায্যে শরীর থেকে রক্ত শুষে নেয়। এরা প্রথমে বাতাসে ছাণ নিয়ে প্রাণী নির্বাচন করে। এরপর শরীরের অনাবৃত অংশে বসে প্রথমে ত্বকে ছল ফোটায়। তখন এর লালায় থাকা রাসায়নিক উপাদানের কারণে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। ফলে ঐ অংশ সাময়িক অবশ হয়ে যায়। একারণে মশা রক্ত শুষে নেওয়ার শুরু দিকে আমরা বুঝতে পারি না। মশার লালায় থাকা কিছু এনজাইম ও প্রোটিন শরীরে এগ্যলার্জী তৈরি করে। ফলে আক্রান্ত স্থান ফুলে লাল হয়ে যায়। তখন আমরা চুলকানি অনুভব করি।

আবু তাহের মিছবাহ একবার স্বপ্ন দেখে লিখেছিলেন, 'সব চোর খারাপ না'। তেমনিভাবে বলতে হচ্ছে সব মশা ক্ষতি করে না। পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতির মশা রয়েছে। যার মধ্যে মাত্র ১০০ প্রজাতি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর রক্ত পান করে ও রোগ-ব্যাদি ছড়ায়। বাকীরা কোন ক্ষতি করে না। বরং পরিবেশের খাদ্য শৃংখলা ঠিক রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মাকড়সা, ফড়িংসহ কিছু পোকা-মাকড় ও ছোট পাখির প্রধান খাদ্য মশা। মশা প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলে অনেক প্রাণীই বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে আশংকা করা হয়।

আমরা জানি, মশা আবদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে। মশা প্রতিবার ৩০০টির বেশি ডিম দেয়। সে তুলনায় আমাদের চারপাশে মশার সংখ্যা খুবই কম। কারণ পানিতে থাকা মাছ ও অন্যান্য প্রাণী এর অধিকাংশ ডিমকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে গরু, ছাগলের মত গবাদি পশু চলাচলের পথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মশার উপস্থিতি লক্ষ্য করে।

একটি মজার তথ্য হচ্ছে, শুধু স্ত্রী মশা রক্ত পান করে। এরা নিজেদের শরীরের ওষনের চেয়ে তিন গুণ রক্ত ধারণ করতে পারে। পুরুষ মশা কচি পাতার রস ও ফুলের মধু খেয়ে বেঁচে থাকে। ফুল থেকে মধু সংগ্রহের সময় এরা ফুলের পরাগায়নেও সাহায্য করে। একটি স্ত্রী মশা সাধারণত ৬-৮ সপ্তাহ বেঁচে থাকে। আর পুরুষ মশা বাঁচে মাত্র একদিন।

মশার গুন গুন গান বা পৌঁ পৌঁ আওয়াজ বিরক্তির একটি বড় কারণ। এই আওয়াজের উৎস কী জানো? একটি মশা ঘণ্টায় প্রায় এক থেকে দেড় মাইল বেগে উড়তে পারে। এজন্য এদের প্রতি সেকেন্ডে ৩০০-৬০০ বার ডানা ঝাপটাতে হয়। এত দ্রুত ডানা ঝাপটানোর আওয়াজই আমাদের কানে গুনগুন গান হিসাবে ধরা দেয়।

বরফে ঢাকা এন্টার্কটিকা মহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর সব দেশেই মশা রয়েছে। যা আল্লাহর একটি সৃষ্টি জীব। মশা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে; যা এখনো বিজ্ঞানের জানার বাইরে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا 'আমরা আকাশ, পৃথিবী ও এদু'য়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুকে বৃথা সৃষ্টি করিনি (ছোয়াদ ৩৮/২৭)। তাই মশার ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে আশেপাশের কিছু মশা মারা যেতে পারে। কিন্তু কোন প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করার পরিকল্পনা উচিত হবে না।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

জীবনপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পাঁচবিবি থানাধীন জীবনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক যাকির হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক শামীম আহমাদ। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সেরাপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৬শে জুলাই বুধবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন সেরাপাড়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ ইসমাইল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান। একই দিন সকাল সাড়ে ৮-টায় সেরাপাড়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় একটি সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয়সহ অত্র মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দু'টিতে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ যুবায়ের হোসাইন।

মাদারবাড়িয়া, পাবনা ২৮শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলী ও 'যুবসংঘের' সভাপতি আব্দুল গাফফার।

কামারগাঁও, তানোর, রাজশাহী ২৮শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার তানোর থানাধীন মুসলিমা জান্নাত হাফেযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মোহনপুর উপযেলা

‘সোনামণি’র পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ তারেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কেলামত আলী। একই দিন বিকাল সাড়ে ৫-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন আতাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয়সহ রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা ‘সোনামণি’র পরিচালক হাবীবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

বড়গাছী, পবা, রাজশাহী ২৮শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার পবা থানাধীন বড়গাছী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মঈনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা ‘যুবসংঘ’-এর সাধারণ সম্পাদক মাহফূয আলম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র এলাকা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী।

নওদাপাড়া, চারঘাট, রাজশাহী ১৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার চারঘাট থানাধীন নওদাপাড়া মধ্যপাড়া সরকারি জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি এজাযুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ ‘যুবসংঘ’-এর সাধারণ সম্পাদক ও অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ ইস্রাফীল।

রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর ১৮ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় চিরিরবন্দর উপযেলাধীন দক্ষিণ রাণীপুরা বায়তুল মাহমূদ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আব্দুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক আবু রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা ‘যুবসংঘ’-এর সহ-সভাপতি নাজমুল হক ও ‘যুবসংঘ’-এর সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান।

ডেঙ্গু

ডা. আফসানা বেগম, কনসালট্যান্ট
ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা।

প্রতি বছর বর্ষা এলেই ডেঙ্গু জ্বর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ডেঙ্গু (DENG-gey) জ্বর একটি এডিস মশা বাহিত ভাইরাস-ঘটিত রোগ। কয়েক প্রজাতির এডিস মশকী (স্ত্রী মশা) ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রধান বাহক। এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সচরাচর ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলো দেখা দেয়।

বর্ষায় বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। সেখান থেকে ঘটে এই মশার বংশবিস্তার। ফলে ডেঙ্গু জ্বরের আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ ডেঙ্গু সংক্রমণ ঘটে। সময় এবং অঞ্চল-বিশেষে এই রোগ মহামারির আকারও ধারণ করে। তাই এ সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা বৃদ্ধি যরুরী।

ডেঙ্গুর লক্ষণগুলো কী?

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রথমবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর বিশেষ কোন উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায় না। শুধু অল্প কিছু ক্ষেত্রেই রোগের প্রভাব গভীর হয়। সাধারণভাবে ডেঙ্গুর লক্ষণ হচ্ছে জ্বর। ১০১ থেকে ১০২ ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকতে পারে। জ্বর একটানা থাকতে পারে, আবার ঘাম দিয়ে ছেড়ে ছেড়ে জ্বর আসতে পারে। এর সাথে মাথা, চোখের পিছনে সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা এবং চামড়ায় লালচে দাগ হতে পারে। কারো ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা, বমি ও খাবারে অরুচি হতে পারে।

এই উপসর্গগুলো ভাইরাস সংক্রমণের ৪ থেকে ১০ দিনের মধ্যে দেখা দিয়ে ২ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। দ্বিতীয় বার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে রোগের ভয়াভয়তা বৃদ্ধি পায়। সে কারণে পূর্বে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত সতর্কতা মেনে চলতে বলা হয়।

ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা :

ডেঙ্গুজ্বরের তিনটি ভাগ রয়েছে। 'এ', 'বি' এবং 'সি'। প্রথম ক্যাটাগরির রোগীদের সামান্য জ্বরের পাশাপাশি হালকা কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

অধিকাংশ ডেঙ্গুরোগী 'এ' ক্যাটাগরির। এ ধরনের রোগীদের সচেতনভাবে নিম্নোক্ত ঘরোয়া চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে।

১. প্যারাসিটামিল জাতীয় ওষুধ দিয়ে ব্যথা এবং জ্বরের মাত্রা কমানোর চেষ্টা করতে হবে।

২. মশার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পরিষ্কার ঘরে অবস্থান করতে হবে এবং মশারী টাঙাতে হবে।

৩. আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। বিশেষ করে কোথাও পানি জমলে তা ফেলে দিয়ে মশার উৎপাদন ব্যাহত করতে হবে।

৪. প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে। এমন নয় যে প্রচুর পানি খেতে হবে। বরং ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের জুস, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে।

৫. সহজে হজম হয়না এমন খাবার ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের খাওয়ানো উচিত নয়। আমিষ, চর্বি, তৈলাক্ত খাবার, ভাজাপোড়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. রোগের মাত্রা অতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পেলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি এবং চিকিৎসকের নয়রদারিতে রাখা একান্ত যরুরী।

রোগীর শরীরে ডেঙ্গুর লক্ষণ তীব্র হলে 'বি' ক্যাটাগরি ধরা হয়। তখনো রোগী চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করকে পারে। তবে ঝুঁকি এড়াতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ভালো। আর রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক 'সি' ক্যাটাগরির হলে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

সর্বোপরি পরিবেশে মশার উৎপাদন কমাতে হবে এবং মশার আক্রমণ থেকে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ যখন মারা যায় তখন তার থেকে তার সকল আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না। ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বা চলমান দান, উপকার লাভ করা যায় এমন বিদ্যা এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে' (মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩)।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেহবাহ, পরিচালক,
সোনামণি মারকায এলাকা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রিয় সোনামণিরা! আমরা এ সংখ্যায় **فَعْلٌ** বা কাজের সাথে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানব। যাকে আরবীতে **إِسْمُ الْفَاعِلِ**, বাংলায় কর্তা এবং ইংরেজীতে Subject বলে।

এর আগেও আমরা কর্তা বিষয়ে আলোচনা করেছি। তবে এবারের আলোচনা ভিন্ন। আগে আমরা অর্থের দিকে লক্ষ্য করে কর্তা নির্ধারণ ও বাক্যে এর ব্যবহার শিখেছি। এবার আমরা **إِسْمُ الْفَاعِلِ** বা কর্তা তৈরি করা শিখব।

আরবীতে **إِسْمُ الْفَاعِلِ** তৈরির জন্য শব্দের অক্ষর ভেদে কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। আমরা শুধু বহুল ব্যবহৃত সহজ নিয়মটি দেখব। তা হল তিন অক্ষর বিশিষ্ট **فَعْلٌ** থেকে **فَاعِلٌ** এর ওয়নে **إِسْمُ الْفَاعِلِ** গঠিত হয়। যেমন

فَعْلٌ	إِسْمُ الْفَاعِلِ	فِعْلٌ	إِسْمُ الْفَاعِلِ
نَصَرَ	نَاصِرٌ	ضَرَبَ	ضَارِبٌ
(সাহায্য করল)	(সাহায্যকারী)	(প্রহার করল)	(প্রহারকারী)
سَمِعَ	سَامِعٌ	كَتَبَ	كَاتِبٌ
(শ্রবণ করল)	(শ্রবণকারী)	(লিখল)	(লেখক)

বাংলায় ক্রিয়ার মূল শব্দ বা কর্মের সাথে কারী, অর্থাৎ, ইক, অক ইত্যাদি শব্দ যোগ করে কর্তা তৈরি করা হয়। যেমন-

কর্ম	কর্তা	কর্ম	কর্তা
সাহায্য	সাহায্যকারী (কারী)	শিক্ষা	শিক্ষার্থী (অর্থাৎ)
শ্রম	শ্রমিক (ইক)	কৃষি	কৃষক (অক)

ইংরেজীতে Subject তৈরির জন্য সাধারণত Verb শেষে R, ER যোগ করতে হয়। যেমন-

Verb	Subject	Verb	Subject
Read (পাঠ করা)	Reader (পাঠক)	Make (প্রস্তুত করা)	Maker (প্রস্তুতকারক)
Drive (চালানো)	Driver (চালক)	Teach (শিক্ষা দেওয়া)	Teacher (শিক্ষক)

পরীক্ষার-পরিচ্ছন্নতার আদব



১. নিয়মিত গোসল করা এবং পোশাক-পরিচ্ছন্ন ধৌত করা।
২. সকালে ও রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে নিয়মিত মিসওয়াক বা ব্রাশ করার মাধ্যমে মুখ পরিষ্কার রাখা।
৩. সময়মত নখ ও চুল কাটা।
৪. আবাসস্থল সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ময়লা-আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলা।
৫. যত্র-তত্র ময়লা-আবর্জনা ও থুথু না ফেলা।
৬. খাবারের আগে ও কোন ময়লা পরিষ্কার করার পর হাত ধৌত করা।
৭. খাদ্য ও পানীয়কে দূষণমুক্ত রাখতে পাত্র ঢেকে রাখা।
৮. খাদ্য-দ্রব্য অপচয় বা নষ্ট না করা এবং যত্র-তত্র উচ্ছিষ্ট খাবার নিক্ষেপ না করা।
৯. কোথাও ময়লা দেখলে তুলে ফেলা।
১০. বাহির থেকে বাড়িতে প্রবেশ করে হাত-মুখ ধৌত করা



১. জান্নাতের খুরফা কী?

উ:.....
.....
.....

২. কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ করা ফরয?

উ:.....
.....
.....

৩. ডেস্তু ভাইরাসের প্রধান বাহক কী?

উ:.....
.....
.....

৪. পৃথিবীতে কত প্রজাতির মশা রয়েছে এবং প্রতিবার কতটি ডিম দেয়?

উ:.....
.....
.....

৫. বন্ধু শব্দের কয়েকটি আরবী প্রতিশব্দ লেখ।

উ:.....
.....
.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

☐ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :
আগামী ১০ই অক্টোবর ২০২৩।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

- (১) সুরা বাকুরাহ ও আলে ইমরান।
(২) জন্মকালীন কুসংস্কার। (৩)
কখনো দুনিয়াতে কখনো আখেরাতে।
(৪) Men. (৫) যে স্থানে তিনি ফজর
ছালাত আদায় করতেন।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : আব্দুল্লাহ, ৪র্থ শ্রেণী,
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-
সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : কাহরুফ তাহমীদ, ৪র্থ
শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী
আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : মুরসালীন, ৫ম শ্রেণী,
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-
সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম:.....

প্রতিষ্ঠান:.....

শ্রেণী:.....

ঠিকানা:.....

মোবাইল:.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

○ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াফে
ছালাত আদায় করা।

○ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট
কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক
অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

○ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-
অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া
ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম
সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

○ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা
এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর
সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

○ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন
করা ও আমানত রক্ষা করা।

○ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু
করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

○ মিসওয়াক সহ ওয়ূ করে ঘুমানো ও ঘুম
থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওয়ূ
করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন
ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান
হওয়া।

○ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে
নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

○ বৃথা তর্ক, বাগড়া-মারামারি এবং রেডিও-
টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে
চলা।

○ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ
দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

এসো
হে সোনামণি!
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর
আদর্শে জীবন
গড়ি।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩

তারিখ :

১৩ই অক্টোবর, শুক্রবার

উদ্বোধন : সকাল ৯-টা

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

সোনামণি

(একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩।

ATAB MEMBER

Biman
BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং
০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিত্ত্বদ্ব নিয়তে ও সুল্লাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহর সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহর যাবতীয় কার্যাবলী সঠিকভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তালীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহর প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিবিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারুণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

১-৬টি বই একত্র



প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

১-৮টি বই একত্র



দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

১-৯টি বই একত্র



বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুস্ত বিষয়বস্তুর অবতারণা। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বিনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অর্ডার করুন

📞 ০১৭৭০-৮০০৯০০

🌐 www.hadeethfoundationbd.com

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

১-১১টি বই একত্র

